PRESS CLIP

==========

Publication:- Ei Samay

Date: - 22nd April 2020

Page :-07

Webinar on "Learn,Lead, and Link-up:Knowledge Comes Closer with Social Distancing" organized by The Bengal Chamber on 10th April, 2020.

শিক্ষায় অনলাইনই ভবিষ্যৎ

এই সময়: করোনা সতর্কতায় জেরে স্কুল-কলেজে তালা পড়েছে সরকারি ভাবে লকডাউন চালু হওয়ার আগেই। এই পরিস্থিতিতে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে অনেক প্রতিষ্ঠানই বিকল্প হিসেবে অনলাইন ক্লাসকে বেছে নিয়েছে। অনেকেরই বক্তব্য, লকডাউন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, আগামী দিনে অনলাইন ক্লাস তা কেবল পড়াশোনা নয়, নাচ, গান, প্রাইভেট টিউশনের ক্ষেত্রেও ভবিষ্যৎ।

সম্প্রতি দ্য বেঙ্গল চেম্বার আয়োজিত একটি অনলাইন কনক্লেভে উপস্থিত দেশ-বিদেশের শিক্ষা জগতের বিশেষজ্ঞরাও এ ব্যাপারে সহমত হয়েছেন। তাঁরা মনে করছেন, এই সময়ে অনলাইন ক্লাসের শিক্ষা দেশের পড়াশোনাকে একলপ্তে বেশ কয়েক বছর এগিয়ে দিতে সহায়তা করছে। এই মতামতের সমর্থনে বিসিসিআই-এর শিক্ষা কমিটির চেয়ারপার্সন সুবর্ণ বসু বলেন, 'এই লকডাউন শিক্ষামহলকে একটা বড় রকমের ঝাঁকুনি দিয়ে গেল। পঠনপাঠনে আমরা অন্তত ১০ বছর এগিয়ে গেলাম।'

যদিও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুরঞ্জন দাস কিছুদিন আগেই জানিয়েছেন, তিনি অনলাইন পড়াশোনার ব্যবস্থা করতে ইচ্ছুক হলেও সবার আগে নিশ্চিত হতে হবে, একজন পড়ুয়াও যাতে পরিকাঠামোর অভাবে অনলাইন ক্লাসে অনুপস্থিত না থাকেন। গ্রামগঞ্জে থাকা বহু পড়ুয়ার পক্ষে ল্যাপটপ, মোবাইলের জোগাড় করা বা হাইস্পিড ইন্টারনেট না-থাকার কারণ দেখিয়ে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ কর্তৃপক্ষকে অনলাইন ক্লাস ও উপস্থিতির হার সংগ্রহ করতে বারণ করেছে। একই মতামত শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটি বৈঠকে জানিয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সোনালি

মত বিশেষজ্ঞদের

চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর চিন্তা, কী করে প্রান্তিক ও গ্রাম-মফস্সলে থাকা কলেজগুলি সব পড়ুয়াকে অনলাইন ক্লাসে আনতে পারবে তা নিয়েই।

এই পরিস্থিতিতে অনলাইন কনক্লেভে সিস্টার নিবেদিতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পঠনপাঠন নিশ্চিত করাই ছিল শিক্ষাবিদদের কাছে এক সময়ের চ্যালেঞ্জ। কিন্তু এখন যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি সেটাই হল শিক্ষার সব চেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি নতুন দিগন্ত খুলে দিতে শুরু করেছে।' প্রায় একই মতামত মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সৈকত মৈত্রও। তাঁর মতে, 'অনলাইন পঠনপাঠন এদেশের পড়ুয়াদের উপকারে তো আসবেই এমনকী ব্যবস্থা যদি আরও উন্নত করা যায়, অনলাইন পঠনপাঠনের জন্য ই-মেটিরিয়াল যদি তৈরি থাকে, তা হলে দেশজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি আরও বেশি করে বিদেশি পড়ুয়াদেরও আকৃষ্ট করতে পারবে।' জেআইএস গ্রুপের অধিকর্তা সিমরপ্রীত সিং বলেন, 'আজকে নয়, গত তিন বছর ধরে আমরা অনলাইন পড়াশোনার ব্যবস্থা করেছি। এই ডিজিটাল পড়াশোনাই হল আগামী দিনের পঠনপাঠন।'

কেবল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞরাই নন, ছিলেন কলকাতা বেশ কয়েকটি বেসরকারি স্কুলের কর্তৃপক্ষও। আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন লা মার্টিনিয়ার গার্লসের অধ্যক্ষ রূপকথা সরকার এবং শ্রীশিক্ষায়তন স্কুলের সেক্রেটারি জেনারেল ব্রততী ভট্টাচার্য। ব্রততীর বক্তব্য, 'এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রয়োজন। আমরা যদি একবার ছাত্রছাত্রীদের সকলকে যোগাযোগ করতে পারি, তাহলে আমাদের অর্ধেক কাজই সম্পন্ন হবে।' কিন্তু প্রশ্ন এটাই শহরে থেকেও অনেক সময় কল ড্রপ আর ধীর গতির ইন্টারনেট নিয়ে যখন অনেকেই বীতশ্রদ্ধ সেখানে গ্রামীণ ও প্রান্তিক এলাকায় অনলাইন ক্লাস কী কষ্ট কল্পনা নয়?